আদিল্লা-প্রতিজ্ঞা।

(কবিতা)

-শেখ আজিম উদ্দিন।

বাগেরহাট, উচ্চ ইংরে[illegible]

তৃতীয় শ্রেণী—(ক) বাগেরহাট

[All rights reserved.]

বাগেরহাট পল্লীচিত্র মেসিন প্রেসে
শ্রীরাজেন্দ্র নাথ দেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
১৩২৬ সাল ১৬ই জ্যৈষ্ঠ।

মূল্য—তিন আনা।

বিজ্ঞাপন।

আমি আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান-শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া, পিতৃদেবের অনুকরণে, এই 'অষ্টাদশ' "অমিয়-লতিকা" প্রণয়ন করিলাম কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি জানি না। যেখানে অপরিতৃপ্তিকর হইলেও, যদি উহা পাঠে, সকলে আমাকে কেবল উৎসাহিত করেন তাহা হইলে সেই-ই আমার—পরম সৌভাগ্য।

[illegible]নীয় ইংরেজী শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্র [illegible] শায় চন্দ্রের মৌলিক গল্প হইতে "সংস্কৃত" এবং পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের মৌলিক গল্প হইতে 'ভাল মন্দ'— গল্পদ্বয়ের ভাব গ্রহণ করিয়াছি।

আমার সর্ব্ব শুভাকাঙ্ক্ষী মহাপূজনীয় পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয় কৃপা পরবশ হইয়া আমার এই পুস্তক খানি আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে সংশোধনও করিয়া দিয়াছেন আমার অব্যক্ত কৃতজ্ঞতার চিহ্ন—তাঁহার চরণ কমলে দুইবিন্দু অশ্রু।

বগা
হাজারীবাগ। } গ্রন্থকারস্য

উৎসর্গ।

পরম পূজনীয় বাগেরহাট উচ্চ-
ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক
শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু তারক নাথ দত্ত-
গুপ্ত মহাশয়ের শ্রীচরণ কমলে—

"নিতান্ত বালক আমি, ক্ষুদ্র মতি-গতি,
চঞ্চল ভাবনাশূন্য,—নাজানি ভকতি।
কেমনে পূজিতে হয়, গুরু বুধ জনে,
অজ্ঞ যে, সে, কিপ্রকারে লভিবে, সে ধনে!
অর্থহীন, অবিদ্বান, জ্ঞানহীন আমি,
শুধু মানসিক-বল-হই অনুগামী।
বহুশ্রমে গাঁথিয়াছি ভক্তি-উপহার,
চরণ কমলে দিব;—বাসনা আমার।

প্রণত—

আজিম উদ্দিন।

ভ্রম সংশোধন।

৪র্থ পৃষ্ঠা "মশক ও ষাঁড়" গল্পের 'অরের' স্থানে 'অরেরে' হইবে।

৭ম "	'রূপ ও গুণ'	" 'ওরূপ'	" 'ও-রূপ'	"
১৮শ "	'কুকার্য্য ও সুকার্য্য'	" 'সুকার্য্য	" 'সুকার্য্য	"
১৯শ "	'শিক্ষিত মূর্খ'	" 'বিদ্বন'	" বিদ্বান	"
২০শ "	'মুদ্রা'	" 'স্বর্ণ'	" 'সুবর্ণ'	"
২০শ "	'সূর্য ও চাঁদনি'	" 'পশ্চৎ'	" 'পশ্চাৎ'	"
২৩শ "	'ব্যাধ ও পক্ষী'	" 'বধ'	" বধ্য	"
২৩শ "	'ব্যাধ ও পক্ষী'	" 'বাধিবারে'	" 'বধিবারে'	"
২৮শ	'কাগজ ও কলম'	" 'উচিৎ'	" 'উচিত'	"
২৮শ "	'কাগজ ও কলম'	'মাহত্ম্য'	" 'মাহাত্ম্য'	"

টীকা

৩১শ পৃষ্ঠা "ভালমন্দ"—৪র্থ পংক্তি——শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, যদি কোন বিপন্নের জীবন রক্ষা অথবা এইরূপ কোন কার্য্যের নিমিত্ত মিথ্যা কথা বলা যায় তাহা হইলে তাহাতে পাপ সঞ্চিত না হইয়া বরং পুণ্য সঞ্চিত হয়।

৩১শ পৃষ্ঠা—'সারকথা'—৭ম ও ৮ম পংক্তি—— ইসলাম ধর্ম্মের কোন একটী হৃদয় গ্রাহিণী বাক্যের অনুকরণে লিখিত

অমিয়-লতিকা।

—:•:—

বৃথা উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

হেরিয়া অশ্বথে উচু দুর্ব্বা বিনাইয়া,
কহে পরমেশ পদে কাঁদিয়া কাঁদিয়া:—
"ওহে নিদারুণ বিধি! কি লিখিলে ভালে,
চিরদিন র'ব পড়ি' জীব পদতলে?"
শুনি' দুর্ব্বা-খেদ-বাদ বিধাতা হাসিল,
দুর্ব্ব-তৃণ আবেদন মঞ্জুর করিল।
দেখিতে দেখিতে দুর্ব্বা একহাত হ'ল,
কোথা হ'তে ছাগ আসি' গোড় মুড়ি' খেল।

অমিয়-লতিকা।

বৃথা দর্প।

উঠিয়া আকাশে বাজ কহিছে" ঝিনুক।
দেখ, দেখি একবার ফিরাইয়া মুখ,
হেথায় পারিবি তুই জন্ম জন্মান্তরে
উঠিতে?—রহিলি তুই, কর্দম ভিতরে।"
ঝিনুক কহিছে "ওগো! রেখে দাও দম্ভ,,
তোমার ত ইচ্ছা শুধু ছোঁ' মারিবার
কর্দমে থাকিয়ে তবু মুক্তার জননী
ভেবেদেখ এই পঙ্ক তোমারো সরণি"

শক্তি।

শক্তিশালী ব্যক্তি এক কহে দম্ভভরে,
'কিবা অনাটন মোর আছে এসংসারে?"
বিজ্ঞান কহিছে হেসে "ওহে বাহাবন!
সাঙ্গ কর ব্যঙ্গ বাণী "শক্তি মহাধন।"
কি করিতে পার তুমি কৌশল বিহনে?
তোমার শকতি বাহা! যাবেগো দু'দিনে।
আমার আশ্রয় তুমি লইবে যখন,
সকলের গণ্য হ'বে, ধন্য মহাজন।"

নক্ষত্র ও প্রদীপ।

অমিয়-লতিকা।

নক্ষত্র কহিছে 'দীপ! তুই কেন হলি?
মিটি মিটি আলো দিস্, সেই রাগে জলি
বহিবে প্রবল বেগে যবে সমীরণ,
আর না হইবে তোর্ কোন অন্বেষণ।"
প্রদীপ কহিছে ভাই করিওনা ঘৃণা
দেখ শিব সাধি যারে আমি পারি বিনা.
যখন প্রগাঢ় মেঘে ঢাকিবে তোমারে,
পথ ভ্রান্ত পাবে পথ মোর কণা ধরে।"

সাধু ও পৃথিবী।

সাধু কহে 'ধরা, তুমি কিবা নিরমল,
এত যে পীড়ন তবু নহ অসরল
সতত সমস্ত জীবে দর্প ভরে দহে,
বল দেখি ধর! তব কত জ্বালা সহে"
ধরা কহে 'সাধু তায়া! কিবা বল তুমি,
সতত সবের পদে শান্ত ভাবে নমি।
আমি নীচ," "আমি ক্ষুদ্র" এই মাত্র জানি,
তেঁই জীব-পদ-রজে ধন্য মোরে মানি।

অজ্ঞ ও বিজ্ঞ

অজ্ঞ ভাবে 'বিজ্ঞ আমি বিজ্ঞবান হ'তে,"
বিজ্ঞ ভাবে 'অজ্ঞ আমি নির্ব্বোধ হইতে,"
অজ্ঞ ভাবে "আমি হই সুচতুর বেশী,"
বিজ্ঞ ভাবে "আমি শুধু গলে নিছি ফাঁসী"
অজ্ঞ ভাবে "মোর খুব হ'য়েছে সুনাম,"
বিজ্ঞ ভাবে "আমি শুধু ভবে নরাধম"
যে-য' ভাবে ভাবুকগে লইয়া করম,
দেখিতে হইবে শুধু কর্ম্ম পরিণাম।

মশক ও ষাঁড়।

পড়িয়া মশক এক ষণ্ডের মাথায়
"গুণ্ গুণ্" রবে তারে সম্বোধিয়া কয়ঃ—
"যদি ভারী মনে কর মহাশয় মোরে
বল তবে যাই চ'লে থাকি বা কি করে?
হাসিয়া কহিছে ষাঁড় "অরের নির্ব্বোধ!
এখানে যে ছিলি তুই নাহি ছিল বোধ।
যা'য়া থাকা মোর কাছে উভই সমান,
মনে না করিস কভু নিজে বলবান।"

[illegible]ত্রিকা।

প্রজাপতি ও পিপীলিকা।

প্রজাপতি কহে "শুন ওহে পিপীলিকে!
খাটিয়া খাটিয়া তুমি জীবন কাটিলে।
সংসারের সুখ ভোগ জানিনা কেমন,
কেবল শ্রম করিয়া ব্যস্ত তব মন।
পিপীলিকা কহে ধীরে "শুন প্রজাপতি!
[illegible] যোরা করিতে বসতি।
সংসারের সুখ ভোগ জানিনা কেমন,
[illegible] জানি অনুক্ষণ।"

বাঁদর ও বায়স।

[illegible] গভীরে মেঘ কহিছে বায়সে,
"[illegible]র জন্ম মাটি হ'ল পরছানা পুষে।
[illegible] হারালি জীবন,
হায়রে [illegible]! তোর উচিত মরণ।"
বায়স [illegible] কহে 'শুন মহাশয়!
ঈশ্বরের সৃষ্টি যাহা দেখ এ ধরায়,
পর উপকারে [illegible]ত — কিছু পরে হন!
[illegible] হ'য়ে [illegible] কর্ম্মে [illegible]।"

অমিয়-লতিকা।

শরণাপন্নের উদ্ধার।

যুবা এক খুন করি' য়িহুদি তনয়,
না জানিয়া মৃত-পিতা লইল আশ্রয়।
বলে "ওহে মহাশয়! রক্ষা কর তুমি,
দৈব দোষে ক্রোধ-বশে বধিয়াছি আমি"
কিছু পরে জন-মুখে পাইল খবর,
"সন্নিকটে পথ-পার্শ্বে পুত্র মৃত তার"
সামলিয়া ক্রোধ তার, কহিল য়িহুদি,
"আশ্রয় দিয়াছি আমি, না হইব বাদি"

মানব ও বাবুই

কহিল বাবুয়ে নর তীব্র বাক্য হানি
"লোকালয়ে কেন তুই বল্ দেখি শুনি?
ক্ষুদ্র জীব হয়ে তুই বড়াই ক'রিস্,
নর দুট-বুদ্ধি বলে অকালে ম'রিস্!"
বিনয়ী বাবুই কহে" করিনা বড়াই
লোকালয়ে কেন আছি শুন মহাশয়!
দেখি সদা বিশ্ব মাঝে নরে করে ফাঁকি
চাও মোর বাসা পানে,—হইবে অবাক!"

অমিয়-লতিকা।

শশধর ও অন্ধকার।

চন্দ্র কহে দম্ভভরে, "ওহে অন্ধকার!
আমার কিরণ পেয়ে' তুমি কি সুন্দর!
আমি যবে ত্যজি দেখ এভব ভবন,
'গাঢ় কৃষ্ণবর্ণে ঢাকে, তোমার আনন"
অন্ধকার কহে "ভাই ব'লনা ওরূপ,
থাকুক তোমার স্নিগ্ধ, সুঠাম-স্বরূপ।
আমি তবু থাকি মোর মাতৃ ভূমিপরে,
তুমি শুধু ঘোর ফের,-কে ধন্য সংসারে?"

রূপ ও গুণ।

রূপ কহে 'গুণ! তুমি আমা হ'তে ছোট,
আমার পিছনে থাকি' নিচু হ'য়ে খাট।
আমার আদর যদি দেখিবারে চাও,
রাজরাণী, পাটরাণী, দিকেতে তাকাও।"
গুণ কহে "রূপ! তুমি ওরূপ ব'লনা,
কালপূর্ণ হ'লে, আর ওরূপ রবেনা।
কিন্তু কাল হ'ক পূর্ণ, আমিত অক্ষয়;
কোকিল যে কাল তাতে কিবা আসে যায়?"

বিদ্যা ও বুদ্ধি।

বিদ্যা কহে "বুদ্ধি! তুমি আমার নিদান,
আমার কল্যাণে তুমি এত মহীয়ান!
বিদ্যা-বলে সর্ব্ব কর্ম্ম হ'তেছে সাধন,
বিদ্যাবান সর্ব্বস্থানে পায় বহু মান।"
বুদ্ধি বলে "বিদ্যে তুমি হীন জ্ঞানী হও,
পুত্র হ'য়ে পিতৃ-নিন্দা কোন্ মুখে কও?
বুদ্ধি হ'তে বিদ্যা হয় বুদ্ধি হ'তে ধন,
বুদ্ধিবলে উচ্চনর — নির্ব্বোধ পতন।"

~~~~~~~~~~

রাজা ও মন্ত্রী।

একদিন ভূপ—মন্ত্রী উভয়ে মিলিয়ে,
ভ্রমিছেন রাজ্যমাঝে ছদ্মবেশী হ'য়ে;
হেনকালে দস্যু আসি' করে আক্রমণ,
পলায়ন মহারাজ;— দুরন্ত শমন!
মন্ত্রী ভাবে "পলায়নে নাহি প্রয়োজন,
নুণ খেয়ে গুণ গা'ব,— ধর্ম্মের পালন।"
ইহা ভাবি' শুদ্ধ অস্ত্রে প্রহারে ডাকাতে,
বাঁচিলেন মহারাজ,— মরিল অমাত্য।
~~~~~~~~~~

বাবার বাবা

নর কহে "পিপীলিকে! তুইত নগণ্য,
দেখ্ দেখি বিশ্বমাঝে আমরাই ধন্য!
রাজ্য খণ্ড বিস্তারিয়া সবের উপর,
কাটিতেছে কাল,— কত সুখী আর!'
পিপীলিকা কহে "ওহে দম্ভকারী নর!
পলকে বিলয় সব,— বিশ্বের ঈশ্বর।'
বিশ্বমাঝে ছোট বড় দেখ যাহা সব
"বাবারো আছেন বাবা" জানিবে মানব"

অল্প-বুদ্ধি।

রাজ-নিয়-কর্মচারী মিলি' মিশি' সবে,
কহিল 'রাজন্ তবু মন্ত্রী ভালবাসে।
খাটিতে খাটিতে দেখ, বিশীর্ণ কঙ্কাল
তবু নাই সুখ ভাগ্যে, 'হা! পোড়া কপাল!"
রাজ-কর্মচারী-খেদ শুনিয়া রাজন্,
রাজ-দরবারে মন্ত্রী করে আহ্বান।
উভয়েরে সে সমাজে করেন পরীক্ষা;—
নিজ দোষ বুঝি ভৃত্য, চাহে ক্ষমা ভিক্ষা।

আকর্ষণ।

মাতা কহে "কুসন্তান যদিও আমার
আমার নিকটে তাহা সুসন্তান বর।"
বন্ধু কহে "যদি মোর বন্ধু অপবিত্র
আমার নিকটে তাহা সত্য সুপবিত্র।"
গুরু কহে অসাক্ষাতে, "যত কিছু বল,
আমার অমুক শিষ্য অতীব সরল।"
ভ্রাতা কহে "যদি মোর ভাইও অসৎ,
আমার নিকটে তার নাই সতাসৎ"

মঙ্গল।

রাজা এক হাত কাটি' কহিল মন্ত্রীরে,
বল দেখি এযন্ত্রণা সহি কি প্রকারে?"
সবিনয়ে মন্ত্রীবর কহিলা তখন,—
"ঈশ্বর করেন সব, মঙ্গল কারণ"
অন্যবার নরপতি অর্থলাভ করি',
জানাইলা মন্ত্রীবরে সবিশেষ করি',
শুনি' এইকথা মন্ত্রী কহিলা তখন :-
"ঈশ্বর করেন সব, মঙ্গল কারণ।"

নর ও কেঁচো।

নর কহে ঘৃণ্যস্বরে ক্ষুদ্র কেঁচো প্রতি
'নিত্য আসি' দ্বারে কেন হইস্ অতিথি ?
হেরি' তোরে প্রাতঃকালে ঘৃণা উপজয়,
আরনা আসিস্ কভু এই দরজায় ”
ক্ষী- কণ্ঠে কেঁচে নরে কহে সম্বোধিয়া—
“কেন কর ঘৃণা মোরে বিকৃত দেখিয়া ?
কত কাজে লাগি আমি অন্ত নাই তার
নীচ পঙ্কে বিষ্ঠা দ্বারা জমিও উর্ব্বর !'

স্বাবলম্বন।

যুবা এক গাড়ীচড়ি' কহিল কৃষকে,
"দেখত চাহিয়া তুমি ! চলেছি কি ঝাঁকে !
পার যদি এস তবে— চড় এই গাড়ী,—
পলকে সুদূরে, যা'বে কত তাড়াতাড়ি !”
শুনিয়া যুবক-বাণী কহিল কৃষক,—
“পর মুখাপেক্ষী নই, নাহি করি সখ ;
স্বাবলম্বী চাষী মোরা,— ঈশ্বর আজ্ঞায়
শক্তি মতে সর্ব্ব কর্ম্ম সাধি এ ধরায় !”

প্রভু ও ক্রীতদাস।

প্রভু কহে 'দাস! তোরে কৃপা পরবশে,
সযতনে সদা হারে, রাখিয়াছি বশে,
তবুও প্রয়াস পাস্, কেন পলাবার?
বল্ দেখি কোন্ হেতু এই ব্যবহার।"
দাস কহে 'স্থিরচিত্তে শুন মহাশয়।
ধরা ধামে "স্বাধীনত" অমূল্য নিশ্চয়,
সেই স্বাধীনতা আমি, করিব উদ্ধার
তজ্জন্যেই করিতেছি এই ব্যবহার।

পুস্তক ও অক্ষর।

সদম্ভে পুস্তক কহে ডাকি' অক্ষরেরে,
"ক্ষুদ্র জীবি, জন্ম তোর্ সীসক ভিতরে,
তবু কেন বল্, তোর্ এত অভিমান
কি হেতু করিস্ তুই মোরে হেয় জ্ঞান?"
বিনয়ে অক্ষর কহে "শুন মহাশয়।
—অকারণ কেন তুমি দোষিছ আমায়,
পিত আমি;— জন্ম তব আমার ভিতরে—
কভুও কি পারি আমি, দোষিতে তোমারে।"

স্বভাব।

সন্ন্যাসী আশ্রমে এক আছিল কুক্কুর,
স্নেহ খুব করিতেন তাহারে ঠাকুর।
খুসী হ'য়ে তা'রপ্রতি সন্ন্যাসী তখন,
বরদানে সিংহ রূপে করেন গঠন।
স্নেহ খুব তা'র প্রতি হইল আবার,
মানবী আকৃতি দান,— রাজরাণী আর
কিন্তু এরি মধ্যে তার এই বিশেষতঃ—
নিশীযোগে অন্ধকারে জুতা' কাটি' খে'ত

হস্তিনী ও খড়।

উন্মত্তা হস্তিনী এক সম্বোধি' খড়েরে,
কহিতে লাগিল অতি ঘৃণা যুক্ত স্বরে;—
"নিত্য পদাঘাতে তোরে করি নিষ্পেষিত
তবু কেন পুনঃ বল্ হেরি হরষিত?"
ক্ষীণ কণ্ঠে খড় তারে কহিছে ডাকিয়া,
"সতত দলিছ সত্য, পদাঘাত দিয়া,
তবুও প্রফুল্ল কেন মোদের আনন—
একত্রে করিব কালে তোমাকে বন্ধন!"

লোভ ও পাপ।

লোভ কহে, 'পাপ তুমি অতীব ঘৃণিত
তাই নর-সমাজেতে সদা বিনিন্দিত
মানব-সমাজে পাপী না পায় আসন
পাপী জনে হেরি' সবে হয় জ্বালাতন "
পাপ বলে "লোভ! তুমি বলিয়াছ যাহা,
সত্য বটে, মিথ্যা নয় কিছুমাত্র তাহা
কিন্তু তুমি বিশ্বমাঝে হের অনুক্ষণ,
সকলেই বলে 'লোভ পাপের কারণ "

কুলীন ও শূদ্র।

কুলীনের পুত্র এক সম্বোধি' শূদ্রেরে,
মিষ্ট গালি দিল অতি সুমধুর স্বরে
ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক গালি খাইয়া নিষাদ,
ক্ষণমূহুর্ত্তে করে তার এই প্রতিবাদ:—
"শুন বলি মহাশয়, কেন দাও গালি?
মুখ্য কুলে জন্ম নিয়ে কুলে দিলে কালি!
দৈববশে উচ্চবংশে জন্মলাভ হয়,
মহত্ত্ব থাকয়ে কিন্তু নিজের আশয় "

জল ও অগ্নি।

জল কহে "অগ্নি তুমি দেখ এ ধরায়,
যত কিছু উৎপাঃ—আমারি কৃপায়
আমার কৃপায় দেখ তরণি-নিকর,
স্থানান্তরে যাইতেছে কত না সত্বর!'
অগ্নি কহে "তুমি বল তোমারি কৃপায়,
আমিও বলিতে পারি আমারি সহায়
যত কিছু বল তুমি, কিছুমাত্র নয়,—
সকলের সমবায়ে সৃষ্টি রক্ষা হয়"

সরল ও অসরল।

ক্রোধ ভরে অসরল কহে সরলেরে,
"আমি যত সুক্ষ্মযুক্তি করি এসংসারে,
তুমি কেন মাঝে আসি' কর হে সরল,
মোর কার্য্যে হাত দিতে কেন এত বল?"
কাতরে সরল কয়, 'ওহে মহাশয়!
তোমারত ইচ্ছা শুধু, ক্ষতি যাহে হয়!
হেরিয়া পরের দুঃখ কাঁদে মোর প্রাণ,
তাই আমি মাঝে [illegible] গুণ।"

দিবা ও রাত্রি।

দিবা কহে "রাত্রি দিদি! সহিতে না পারি,
মানবের অত্যাচার দুঃসহ যে ভারি।
অবোধ মানবগণ সুখের সময়েতে
যেন তারা স্বর্গ পাইয়া বসে নিরাপদেতে।"
রাত্রি কহে প্রবোধিয়া দিবসের প্রতি,
"কেন দাদা দুখ হও,—হেন দুর্মতি?
একটি অমূল্য কথা রাখিও স্মরণ
'সন্তোষই সদা সুখ' শাস্ত্রের বচন"।

চিন্তাশীল ও চিন্তাশূন্য ব্যক্তি।

চিন্তাশীল ব্যক্তি এক ডাকি' চিন্তাশূন্যে
কহিল, "আপদ! ভাই! আমায় বাঁচাবে।
চিন্তা রোগে জর্জ্জরিত, চিন্তা হল কাল,
চিন্তা রোগে দেখ মোর বিশীর্ণ কঙ্কাল।
বল দেখি কি প্রকারে তাড়িবারে পারি,
এই যে দুর্জ্জয় চিন্তা— বল কৃপা করি'।"
চিন্তাশূন্য ব্যক্তি হেসে উঠে বলে,
"নাও, খাও, নিদ্রা যাও, বেড়াও নিয়মে।"

বোকামি ।

একদিন হস্ত-পদ-বদন মিলিয়া,
করে এই পরামর্শ বিরলে বসিয়া ;—
"কেন অকারণ মোরা যোগাই আহার,
পেটের তরেতে শুধু,— কষ্ট পাই আর ?"
পরামর্শ ঠিক্ করি' সবে ক্ষান্ত হ'ল,
কাজ নাহি করে কেহ,— ক্রমে হীন বল !
তখন সকলে মিলি' করে বলাবলি ;—
"ঈশ্বরের আজ্ঞা, কেন কুপথে বা চলি !"

বসন্ত ও বর্ষা ।

কহিছে বসন্ত ক্রোধে ডাকি' বর্ষাকালে
"এতই কি ছিল দুঃখ তোমার কপালে ?
কর্দমে কর্দমময় শরীর তোমার,
পূতি-গন্ধ, পঁচা ঘাস তোমার আহার ।"
হাসিয়া কহিছে বর্ষা 'বুঝ নাই তুমি
পূতি-গন্ধ, পঁচা ঘাস শুদ্ধ করি আমি ।
কর্দমাক্ত দেহ নিয়ে সুখ ত আমার —
দেখ তবে করি নিত্য কত উপকার !"

কুকার্য্য ও সুকার্য্য।

কুকার্য্য ডাকিয়া কহে সুকার্য্যের প্রতি
"মানবের কেন হেন ছিন্নমতি-গতি ?
সর্ব্ব কর্ম্মে বিশ্বমাঝে, হের আছি কিনা,
তবু কেন লোকে মোরে করে এত ঘৃণা ?"
কহিল সুকার্য্য 'ভাই কুকার্য্য করিয়া,
কুযশ লাভের আশে রহিলে বসিয়া,
সেই জন্য সর্ব্বলোকে ঘৃণা করে এত,
সুকার্য্য করে যে, সেই সম্মানিত কত।'

~~~~~~~~~

সংসার।

লোকে ভাবি' এসংসার স্থায়ী নিকেতন
সুখ-স্বপ্ন মায়া-মোহে হয় অচেতন।
কেনবা এসেছে তারা এ বিশ্ব মাঝার
বারেক না ভাবে তাহা—এতই বর্ব্বর!
ভ্রাতা,-ভগ্নি-বন্ধুগণ একত্রে মিলিয়া
দিবস-সর্ব্বরী দেয় সুখে কাটাইয়া।
কিন্তু এ সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিবে নিশ্চয় ;
অনুমানে ধরা যায় 'জোনিব জী' প্রায়।
~~~~~~~~~

শিক্ষিত মূর্খ।

লেখা পড়া শিখি' যেবা হইয়া বিদ্বান,
গ্রীবা উচু করি' শুধু করে অভিমান
ধরাধামে সরা জ্ঞান করিল যে জন,
তার ন্যায় মূর্খ নাই এ ভবে কখন।
সভ্যতা, নম্রতা যার জ্ঞানের আকর,
বিশ্ব মাঝে সর্ব্ব লোকে গুণ গায় তার
শুধু লেখা পড়া শিখি' কিবা ফলোদয়
"মহম্মদ তোগলক" তার পরিচয়।

চন্দ্র ও সূর্য্যের কিরণ।

জ্বালাও মোমের বাতি পাতি' সারি সারি
জ্বলুক গ্যাসের আলো সমস্ত সর্ব্বরী,
বহু অর্থ ব্যয়ে আনি' বৈদ্যুতিক আলো
সানন্দে যদ্যপি তুমি সেই সব জ্বাল,
কেমনে হইবে বল রজনী শোভিত,
চন্দ্র যদি রয় কভু মেঘে আচ্ছাদিত?
সূর্য্য না উঠিলে বল, এভবন ভবে,
হইয়া থাকয়ে সুখী, মনে কেবা করে?

মুদ্রা।

সুবর্ণ কহিছে ডাকি' সাধু-সন্যাসীরে,
"তোমার দারিদ্র্য হেতু দুঃখিত অন্তরে।
আমি বর্ত্তমানে তব দুঃখ এত দূর?
একবার সঙ্গে করি' নেগুন ঠাকুর!"
ঠাকুর কহিছে তারে "শুনহে সুবর্ণ!
কদাকার মোর ঠাঁই তোমার সু-বর্ণ।
আকারেও তুমি মুদ্রা! হও বটে গোল,
যেখানেই যাও তুমি, সেইখানে গোল!"

সূচ ও চালনি।

কহিছে চালনি ডাকি' লৌহ-সূচ প্রতি,
"তোমার সহিত মোর ক'লনা পীরিতি।
সবে তুমি আছ ভাল, কিন্তু এক ভাই।
পশ্চাৎ দিকেতে ছিদ্র;— হেরি' ঘৃণা পাই।"
সবিনয়ে কহে সূচ, ডাকি' চালনিরে :—
'অকারণ কেন ভাই ঘৃণা কর মোরে?
আমার ত এক ছিদ্র,— তুমি ছিদ্রময়,
এত ছিদ্র ল'য়ে তুমি ঘৃণিছ আমায়!"

দার্শনিক।

বিজ্ঞ দার্শনিক এক নৌকায় চড়িয়া,
ব্যঙ্গ করি' মাঝি পানে, কহিছে ডাকিয়া :—
"সর্ব্ব কর্ম্মে পারদর্শী জেন আমি ঠিক্,
বিপদে পড়িলে কভু না হই বিদিক্।"
হেন কালে বায়ু কোন্ আচ্ছাদিল মেঘে
আইল প্রবল ঝড় ছুটি' পূর্ণবেগে।
নৌকা ডুবি' দার্শনিক মগ্ন প্রায় হ'ল,
"ভয় নাই" বলি' মাঝি কূলে উঠাইল।

সম্রাট ও ভিক্ষুক।

সম্রাট ভিক্ষুকে কহে 'দেখ চক্ষু মেলি',
আমার কিঙ্করগণে দেয় হুলাহুলি।
সুবর্ণ রতনে এই প্রাসাদ উজ্জ্বল,
ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন পরে কাটে তোর কাল।'
বাতরে ভিক্ষুক কহে 'ওহে নরবর!
চিরদিন অসমান— নিয়তি সবার
মৃত্যু-পরে আমি যথা করিব গমন
তুমিও তথা যাবে;— ভেদ না র'বে তখন"

নাস্তিক।

ঈশ্বর বিরোধী এক নাস্তিক চার্ব্বাকী
নৌকা যোগে যেতে ছিল সাঁড়া হ'তে টাকী ;
আইল প্রবল ঝড় উঠিল তুফান,
নৌকা প্রায় গেল ডুবি'— হতাশ পরাণ।
"রক্ষ প্রভো!" বলে যুবা "রক্ষা কর মোরে,
ভাসিয়াছি আজি এই অকূল পাথারে।"
শুনি' ইহা মাঝি বলে 'ওগো মহাশয়!
নদী মাঝে আজ বুঝি ঠেকিয়াছ দায়!"

ঈশ্বর।

নাস্তিক যুবক এক হিন্দু সাধু বরে,
জিজ্ঞাসিল অতি মৃদু-মিষ্ট ব্যঙ্গস্বরে :—
"কহ দেখি মহাশয়! সুবিস্তার করি'
কেমনে কোথায় তব আছেন শ্রীহরি ?
সাধু কহে 'ভায়া! তুমি জিজ্ঞাসিলে যাহা,
কঠিন আমার ঠাঁই উত্তরিতে তাহা।
জানি সেই বিশ্বপতি, বিশ্ব ভরপুর,
বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর।"

ক্ষুদ্রদ্রব্য ।

"ক্ষুদ্র পাদক্ষেপ মোর এক এক করি'
সুদীর্ঘ-প্রশস্ত পথ অতিক্রম করি।"
ইট কহে "ক্ষুদ্র মোরা, একত্রেতে মিশে,
সুবৃহৎ অট্টালিকা রচিব নিমিষে।"
জল বিন্দু কহে "মোরা অনু পরমাণু,
একে একে মিলি' হই বারিধি সমান।"
কাগুরে বালুকা কহে "ক্ষুদ্র যদি মোরা,
এক এক করি' হই মরুভূমি সেরা।"

ব্যাধ ও পক্ষী ।

ফাঁদ পাতি' ব্যাধ এক, ধরিয় কপোত,
অস্ত্রাঘাতে বাধিবারে হইল উদ্যত।
হেরিয়া নিজের দশা কপোত তখন,
বলিল "হে মহাশয়! রাখনা জীবন
বনের সমস্ত পক্ষী লোভে ভুলাইয়া,
আনিয়া তোমারে ফাঁদে দিব বাধাইয়া।"
শুনিয়া কপোত-বাণী কহিল কিরাত,
"এখনি করিব আমি তোর মুণ্ডপাত।"

নর ও বিষ্ঠা।

মেথরের কাঁধে হেরি' বিষ্ঠা-পূর্ণ ভাণ্ড,
ঢাকিল নাসিকা নর, ধরিয়া কাপড়
হেরিয়া নরের কার্য্য, কাতরে তখন,
কহিতে লাগিল বিষ্ঠা এরূপ বচন,
"ওহে মহাশয়! কেন ঢাকিতেছ নাক?
কোথায় তোমার সেই ধনাদির জাঁক?
বহু অর্থ ব্যয় করি' কিনিলে আমায়,
হেরি' বর্ত্তমান দশা, বস্ত্র নাসিকায়!"

ভণ্ডসাধু।

ফোঁটা কাটি' সাধু এক, কমণ্ডলু ল'য়ে,
ব্যাঘ্র-চর্ম্ম পরিধানে চলিয়াছে ধেয়ে,
হেন কালে গেল পড়ি' কূপের ভিতর,
আসিয়া যুবক এক, করিল উদ্ধার
সাধু বলে "বাছা! তুমি দিলে প্রাণ ধন
চল তব বাসা-পানে, দিবে আশীর্ব্বব"
নিশীযোগে চুরি করি' ঘটি বাটী সব
ভণ্ডসাধু পলাতক — যুবক নীরব।

স্বর্গ ও নরক।

ধর্ম্মভীরু সবে ভাবে, পৃথিবী-উপরে,
স্বরগ-নরক আছে সুখ-দুঃখ ধ'রে।
আমি দেখি, এ বিশ্বের অধিবাসি-মাঝে,
স্বর্গ ও নরক দু'-ই, সদাই বিরাজে
—প্রীতি প্রেম প্রণয়ের সুদৃঢ় বন্ধনে
মানব স্বরগ-সুখে ভাসে হৃষ্ট মনে।
রিপুর তাড়নে যবে, বিবেকের লয়—
অমনি নরক আসি' উপনীত হয়।

সুখ।

নির্ব্বোধ যাহারা শুধু, এ ভবন পরে,
সুখের স্বরেষে সদা, মোহ-বশে ঘুরে!
"সুখ-সুখ" করি' শুধু, ভ্রমে দেশে দেশে,
সুখের কণিকা মাত্র ভাগ্যে নাহি পশে!
জানেনা তাহারা, "দয়া," সুখের আকর,
সুখ যে পায়না, তবু ভ্রমে বারে বার!
সুখ যদি এ ভবনে, কভু কেহ চাও—
দয়া-ধর্ম্ম-দান-ব্রতে, এসে ব্রতী হও!

আমার।

'আমার-আমার" কেন কর হে মানব!
'আমার-আমার" মাত্র শুধু জল্পন।
মাতা-পিতা-ভ্রাতা ভগ্নি-আত্মীয় স্বজন,
হস্তারতি অট্টালিকা-বিদ্যা বুদ্ধি-ধন—
এসব মরণ-কালে রহিবে কোথায়!
চিন্ত', দেখি, একবার নিবিষ্ট চিন্তায়।
তুমি মরণ-কালে, একা যে'তে হ'বে,
তবে কেন কাঁদ সদা, "আমা আমা' রবে?

কাগজ ও কলম।

সক্রোধে কাগজ কহে ডাকি' কলমেরে,
'কেন অকারণ কর জ্বালাতন মোরে?
পড়ি' পণ্ডিতের হাতে, তুমি দিন রাত
কর কেন বৃথা মোর, এ অঙ্গে আঘাত?"
কহিল কলম তা'রে, 'ওহে মহাশয়!
এই যে করিছ রাগ, উচিৎ এ-নয়!
আমি যদি নাহি করি, হেন ব্যবহার,—
তোমার মাহাত্ম্য ভবে হ'বে কি প্রচার?"

আলোক ও আঁধার।

নিষ্পাপী, দয়ালু, পূত, জিতেন্দ্রিয় জন
যাঁর ঠাঁই পরাজিত ধৃষ্ট রিপুগণ,
প্রবেশি' তাঁহার হৃদে, দেখ একবার,—
স্বর্গীয় আভায় দীপ্ত,—মরি কি সুন্দর!
নিরদয়, পাপাচারী, হিংসুক মানব,
কাম-বৃত্তি যা'র ঠাঁই, অতুল বিভব,—
ডুবিয়া তাহার হৃদে, দেখ একবার,
অন্ধকার-অন্ধকার, ঘোর-অন্ধকার!

বন্দেমাতরম্।

যাঁহার কোমল অঙ্কে, খেলেছি শৈশবে,
যাঁহার কৃপায় আছি, জীবিত এভবে
দুগ্ধদানে যে মোদের বাঁচা'য়েছে প্রাণ,
বিপদ হইতে সদা, যে ক'রেছে ত্রাণ।
যে মায়ের কৃপা-বলে লইয়া স্বজন,
করিতেছি সুখে মোরা জীবন যাপন,—
সে মা'য়ে, যে জন, কভু, ভকতি না করে,
তার মত অকৃতজ্ঞ আছে কি সংসারে?

ভক্ত ও সাধু।

কৃষ্ণ-ভক্ত সাধু এক মন্দিরেতে পশি'
করিছে শ্রীকৃষ্ণ-পূজা যোগাসনে বসি', —
হেন কালে সাধু এক আসিল তথায়
বাহিরে বলে "গো, দ্বার খোল মহাশয়!"
শুনিয়া তাহার কথা, ভক্ত কয় তারে,
"কেন অকারণ এস দ্বার খুলিবারে?
ভব দ্বার, খোলা সদা ওগো! মহাশয়!
সোজা পথ ধরি' চল, — না হবে ব্যত্যয়।"

সুখ-দুঃখ।

এ ধরায় মানবের করণীয় যত
সুখ-দুঃখ আছে দু'-ই উহাতে নিহিত।
কর্মের আদিতে যদি সুখ ঘটে ভালে,
তা'হ'লে জানিতে হবে দুঃখ পর-কালে।
আবার কাজেতে যদি দুঃখ পা'য়া যায়,
তা'হলে জানিবে শেষে সুখই নিশ্চয়।
অতএব সুখ-দুঃখ এ বিশ্ব ভিতর,
চক্রবৎ আবর্ত্তন, করে অনিবার।

ভালমন্দ ।

"দান কার্য্য" সর্ব্ব শাস্ত্রে পুণ্য বলি কয়,
খ্যাতি তরে দানে কভু পুণ্য নাহি হয়।
'মিথ্যা বলা মহাপাপ" সর্ব্ব জনে জানে,
আবার মিথ্যায় নরে লভে পুণ্য ধনে
ভাত না খাইলে কিন্তু জীবন বাঁচেনা,
অসুখে খাইলে দেখ কত বিড়ম্বনা !
অতএব দেখা যায়, এ বিশ্ব ভিতরে,
"ভাল মন্দ" আছে দু'-ই একের আধারে।

সারকথা ।

হিন্দু এক জিজ্ঞাসিল সম্বোধি' দর্ব্বেশে,
"সৃজিলা এ ধরা, বিধি, কোন্ অভিলাষে ?
সুখ-দুঃখ-শোক কেন মিশ্রিত সংসারে,
কেন জীব হয় ভবে কেন তারা মরে ?"
বিনয়ে দর্ব্বেশ কহে "শুন মহাশয় !
মানব-পরীক্ষা ক্ষেত্র এ ভব-আলয়।
বিদ্যালয় যেই রূপ, ছাত্রের আবাস,
সেইরূপ "সুখ-দুঃখ-শোক-জন্ম-নাশ "

সমাপ্ত।